*International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*Volume-II, Issue-II, September 2015, Page No. 9-15*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*

# আধুনিক মননে মহাকবি কালিদাস ও কুমারসম্ভব কাব্য

## ড. সুশান্ত ঘোষ

***Abstract***

*Kalidas was great artist and versatile poet of ancient classic Sanskrit literature. His one of the richest literary work is 'Kumarsambhabam'. This is a not only a great epic, also a tradition and culture of India reflected here. Here beauty and wisdom mixed with culture and morality, real and compact combination of human being and natural phenomena. Kalidas never seen a thing partially or narrow concepts .His philosophy about the nature and human complete harmonious and modern. His mature eyesight actually a indifference from Indian culture and philosophy. Originally he was a real worshipper of beauty and truth which comes from the Upanishad and original epic the Ramayana and the Mahabharata. He explained human psychology and philosophy with modern views. Actually Parvati is a combination of sacrifice, devotion, beauty and culture. In the modern world sustainable development, green plantation concepts very similar to Kalidas's views about environment.*

***Key Words: Kalidas, Kumarsambhabam, Upanishad, human psychology, Mahabharata***

মহাকবি কালিদাস প্রকৃত অর্থেই মহাকবি কেননা মহাকাব্যের অলঙ্কারশাস্ত্র সম্মত সংজ্ঞা থেকে বিচার না করেও শুধুমাত্র ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও সম্ভারের দিক থেকে তিনি প্রতিনিধিস্থানীয় সমগ্র ভারতীয় কবিদের তুলনায় সর্বাংশে উৎকৃষ্ট ও মহতী স্রষ্টা। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীরতর মূল্যায়ণ তাঁর মহাকাব্যের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। মহাভারত রামায়ণ সহ অষ্টাদশ পুরাণ বাদ দিলে একমাত্র কালিদাসের মহাকাব্যেই ধরা পড়েছে ভারতের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অনন্য সাধারণ অভিব্যক্তি।

গন্ডমূর্খ থেকে পান্ডিত্যের সর্বোচ্চ সীমায় উত্তরণ আসলে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে 'সীমার মাঝে অসীম'কে তাৎপর্যময় করে তোলার রূপময় প্রয়াস কালিদাসের অমর মানসিকতার ভাস্বর নিদর্শন। একদিকে বাস্তবতা অন্যদিকে কল্পনাময়কবিত্বের বাঙ্ময় প্রকাশ নির্বিকল্প চেতনাকে প্রবহমান গঙ্গার স্রোতের মতোই বেগবতী করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে বলেছিলেন— 'ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব...। সংস্কৃত ভাষার একটি আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বানী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।' [১] কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই নয় মনীষী ম্যাক্সমুলার সাহেবও সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে দেখেছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মনীষা।[২] বস্তুতঃ কালিদাসের মহাকাব্যেরও প্রধান সুর এগুলোই। একদিকে আছে দেশকালোত্তীর্ণ মহাজাগতিক মনীষা অন্যদিকে দেশকালের সীমার প্রকৃতির স্পর্শ। —

স প্রিয়ামুখরসং দিবানিশিং হর্ষবৃদ্ধিজননং সিষেবিষুঃ।
দর্শনপ্রণয়িনামদৃশ্যতা মাজগাম বিজয়া নিবেদনঃ ।। (৯০)

কালিদাস 'কুমারসম্ভব' ও 'রঘুবংশ'-এই দুটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। গতানুগতিক মহাকাব্যরীতির মধ্যে থেকেও তাকে অতিক্রম করে দেশকালোত্তীর্ণ এক অভাবনীয় জীবনকাব্যের সুবর্ণখনি খনন করেছেন। কালিদাসের প্রথম মহাকাব্য 'কুমারসম্ভব'। কাব্যটি আনুমানিক ৪০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে-৪৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে পরিণত মানসিকতার সৃষ্টি করেন। কেননা চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশির ৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে খোদিত আইহোল প্রত্নলিপি এবং ৪৩৭ খ্রিষ্টাব্দে খোদিত মান্দাসোর প্রত্নলিপিতে কালিদাসের কবিতার উল্লেখ আছে, সেক্ষেত্রে অন্ততঃ প্রায় দশ বছর পূর্বে তাঁর কাব্যনাটক রচনা করেন। ফলতঃ তিনি ৪২০-৪৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই এই কাব্যটি লেখেন। সমালোচক Keith এই সময়সীমাকেই কালিদাসের সাহিত্যসৃষ্টির

সময়সীমা হিসাবে (অর্থাৎ ৪০০-৪৫০) খ্রিষ্টাব্দে) মেনে নিয়েছেন। তাঁর মতে "Kalidas then lived before A.D. 472 and Probably at a considerable distance, so that to place him about A.D. 400 seems completely justified."[৩]

অবশ্য কালিদাস এই মহাকাব্যটিকে অসমাপ্ত রেখেছেন। সমালোচকদের মতে প্রথম আটটি সর্গই কালিদাসের স্বকৃত রচনা বাকী নয়টি সর্গ প্রক্ষিপ্ত। কেন কাব্যটি অসমাপ্ত থেকে গেছে তার কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নেই তবে মনে হয় কাব্যটি কবি এভাবেই শেষ করতে চেয়েছিলেন। কেননা গ্রন্থের নামকরণে বলা হয় কুমার কার্তিকের জন্মের সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে গ্রন্থের নামকরণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখলে দেখা যায় অষ্টম বা কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের শেষতম সর্গে কুমার কার্তিকের জন্মের সম্ভবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফলে 'কুমারসম্ভব' কাব্যটি খন্ডিত নয়। কালিদাস অষ্টমসর্গে লিখেছেন —

'তেন ভিন্নবিষমোত্তরচ্ছদং মধ্যপিন্ডিত - বিসূত্রমেঘলম্
নির্মলেহপি শয়নং নিশাত্যয়ে নোজ্ ঝিতংচরণাগলাঞ্জিতম্ (৮৯)
স প্রিয়ামুখরসং দিবানিসিং হর্ষবৃদ্ধিজননং সিষেবিষুঃ।
দর্শনপ্রণয়িনামদৃশ্যতা মাজগাম বিজয়া নিবেদনঃ ।।(৯০)

অর্থাৎ অনেক পূর্বেই প্রভাত হয়েছে। প্রভাতের নির্মল আলোকে দশদিক পরিব্যাপ্ত তবু উমাপতি (শিব) গাত্রোত্থান করছেন না। সেই দয়াহীন স্খলিত বসন ও ছিন্ন মেঘলা শোভিত এবং পদের আলতারাঙা আভায় চিত্রিত মনোরম শয্যায় চন্দ্রচূড় পড়ে রইলেন। (৮৯) এইভাবে হৃদয়ের অকৃত্রিম আনন্দদাতৃ প্রিয়তমার মুখমন্ডলের মদিরামৃত নিশিদিন পিপাসার্ত হৃদয়ে পান করতে শঙ্করের এমন অভিলাষ জন্মালো যে কোন বিশেষ কাজের জন্য উমার সখী বিজয়া এসে একমুহূর্তের দর্শনলাভের বাসনা করলেও শঙ্কর তা মঞ্জুর করতেন না।" (৯০)

এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পন্ডিত প্রবর রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলেচেন — "এতক্ষণে "কুমার-সম্ভব" শেষ হইল অর্থাৎ পিতামহ প্রদর্শিত কুমারের সম্ভাবনার পথ নির্মিত হইল। তিনি দেবতাদিগকে বলিয়াছিলেন, "মহাদেবের হৃদয় উমার প্রতি আকৃষ্ট করিতে তোমরা যত্ন কর, তাঁহার আত্মা কুমার রূপে অবতীর্ণ হইয়া, তোমাদের সৈন্যাপত্য গ্রহণপূর্ব্বক তারকাসুরের দলন করিবে।"— সে প্রতিজ্ঞা পূরণ হইল।"৪ বস্তুতঃ এখানে শিব পার্বতীর মিলনের ফলে কুমারের অর্থাৎ কার্তিকের জন্মসম্ভবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল যা কাব্যের নামকরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কালিদাসের কাব্যের টীকাকার মল্লীনাথও এই আটটি সর্গেরই টীকা করেছেন। বাকি নয়টি সর্গের টীকা লেখেননি। এসব দেখে মনে হয় অষ্টম সর্গের পরবর্তী সর্গগুলি অর্বাচীন ও প্রক্ষিপ্ত। বস্তুতঃ এই সব সর্গে যে অনাবৃত কামচেতনা ও দেহমূলক মিলন প্রধান হয়ে উঠেছে তা কোনমতেই কালিদাসের রচনা তথা মানসিকতার সঙ্গে একার্থক হতে পারে না। একথা প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল মনীষীই একবাক্যে স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চৈতালী' কাব্যের কবিতায় একথাই বলেছেন "সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।" আধুনিক কথাসাহিত্য ছোটগল্পের রীতিবৈশিষ্ট্যের মতোই এই কাব্যটিও 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ।' সেদিক থেকে আধুনিক ছোটগল্পের এই বৈশিষ্ট্যটি কালিদাসের কুমারসম্ভবেই প্রথম পাওয়া যায়।

কুমারসম্ভব কাব্যটির মূলসমস্যা পৌরাণিক। ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত তারকাসুর অজেয় ক্ষমতার অধিকারী তার কাছে থেকে দেবতাদের উদ্ধার করার একমাত্র উপায় দেবাদিদেব মহাদেব ও নগকন্যা পার্বতীর মিলন। ও সেই মিলনের ফলে উৎপন্ন সন্তান কুমার কার্তিকের আবির্ভাব। বস্তুতঃ কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের আটটি সর্গের প্রথম সর্গটি বাদ দিলে প্রায় সবকটি সর্গেই শিবপার্বতীর মিলন চিত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে। পর্বতকন্যা উমার কোমলতা, শিবের প্রতি একনিষ্ঠতা ও মহাদেবের প্রেমকলা প্রভৃতি বিষয়গুলি অনুরাগে কবি গড়ে তুলেছেন।

কুমারসম্ভবের কবি প্রকৃতি প্রিয়। প্রথমসর্গে হিমালয় বর্ণনার মধ্যে কবির প্রকৃতি প্রিয় সৌন্দর্য্যপ্রীতি অদ্ভুত সৌকর্য্যে অভিনন্দিত। কাব্যটি শুরু হয়েছে এইভাবে —

"অস্ত্যুত্তরাস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ
পূর্বাপর তোয়ানিবি বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদন্ডঃ।।"

অর্থাৎ 'পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন পূর্বক পৃথিবীর মানদন্ডের ন্যায় বিরাজমান দেবতাদের অধিষ্ঠানভূমি এক বিরাট পর্বত ভূ-মন্ডলের উত্তর দিক ব্যাপ্ত করে আছে তার নাম হিমালয়।" হিমালয় বর্ণনার এই ভাব ও ভাষা আসলে কালিদাসের নিজস্ব ভঙ্গিমা। একদিকে চিরতুষরাবৃত হিমালয় পর্বতের উপযুক্ততা অন্যদিকে তার বৈশিষ্ট্য বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। চিরতুষরাবৃত হিমালয় প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন রত্নের উৎপত্তিস্থল। চিরতুষারে আবৃত থাকলেও তা তার গৌরবের হানি করতে

পারেনি। কেননা বহুগুণে গুণান্বিত কোন ব্যক্তির সামান্য দোষত্রুটি গ্রহণীয় হতে পারেনা। চন্দ্রের আলোয় ডুবে যাওয়া কলঙ্কের মতোই ঢেকে যায়। তিনি লিখেছেন —

"অনন্ত রত্ন প্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্কিবাঙ্কঃ।।" (৩)

মানবপ্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ এখানে একাত্ম হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ভৌগলিক পরিচয়দানে অভাবিত সৌন্দর্য ও বস্তুনিষ্ঠা লাভ করেছে। —

"যশ্চাস্পরো বিভ্রম মন্ডনানাং সম্পাদয়ত্রিং শিখরৈর্বিভর্ত্তি।
বলাহক-চ্ছেদ-বিভক্তরাগামকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম।।" (৪)
"আমেঘলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায়ামধঃ সানুগতাং নিষেব্য
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে শৃঙ্গানি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধা।" (৫)

মহাকবি যে গীতিকবির কল্পনায় লালিত এই বর্ণনা তারই প্রমাণ। গীতিকাব্যের কল্পনা এখানে মূর্ত হয়েছে সরস প্রকৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে। মানুষ ও প্রকৃতির জীবন্ত সত্ত্বার পরিচয়দানে কালিদাস অকৃত্রিম কেবল নন অদ্বিতীয় বটে। — Macdonell সাহেব ঠিকই বলেছেন কালিদাসের প্রকৃতিস্নিগ্ধ মননকে স্বীকার করে। তাঁর ভাষায়-

> Perhaps no other work of Kalidasa manifests. So strikingly the poet deep sympathy with nature, his keen power & observation and his skill in depicting on Indian landscape in vivid colour [৫] (History of Sanskrit, P 337)

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ভাবধারায় লালিত হয়েই কালিদাস প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সহানুভূতি মিশিয়ে দিয়েছেন যা তাঁর অনন্যসাধারণ ঐতিহ্যবোধ ও বোধের দক্ষতাকে প্রকাশ করে। 'ঈশ' উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই বিশ্বপ্রকৃতিকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে —

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।।" (১)

অর্থাৎ "এই গতিশীল বিশ্বে যাহা কিছু চলমান বস্তু আছে তাহা ঈশ্বরের বাসের নিমিত্ত মনে করিবে। ত্যাগের সহিত ভোগ করিবে; কাহারও ধনে লোভ করিও না।" কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে ত্যাগ ও ভোগের এই অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে। মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ে একার্থক ও উভয়েই ঈশ্বরের চেতন অংশ তাই কালিদাসের কুমার সম্ভব কাব্যের প্রকৃতিচেতনা মানুষের হৃদয়সত্ত্বারই অপর নাম। মানব হৃদয় ও প্রকৃতিহৃদয় এখানে বিশ্বহৃদয়ের গান রচনা করেছেন। ঋষি অরবিন্দ যথার্থই বলেছেন—

> "A vivid and virile interpretation of sense like in nature, a similar interpretation of all elements of human life capable of greatness of beauty. Seen under the light of the senses and expressed in the terms of an aesthetic appreciation-this in the spirit of Kalidas's first work as it is of his last. At present he is concerned only with the outward body of nature, the physical aspect of things, the vital pleasures and emotions, the joy and beauty of human body." [৬] (Kalidasa/Page-48)

সুতরাং মানবদেহ ও সৌন্দর্য আনন্দ, আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে। কালিদাসের সৌন্দর্যধ্যানের বৈশিষ্ট্য এটাই। সেই কারণেই যখন পার্বতীর কুমারী সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন তখন দেখা যায় এক অপূর্ব প্রকৃতি চেতনা মনন ঋদ্ধ ভাষায় অননদ্যতা লাভ করে। উমা তখন কেবল পর্বতকন্যা নন উমা প্রকৃত অর্থেই সৌন্দর্যের অনন্য সৃষ্টি হয়ে ওঠে। জার্মান মহাকবি গ্যেটে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার মধ্যে দেখেছিলেন 'তরুন বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল'[৭] বস্তুতঃ উমার বর্ণনাতেও কালিদাস শৈশব কৈশোরের চাপল্য ও যৌবনের পূর্ণতা দেখিয়েছেন। —

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ
স্তিরোপদেশামুপদেশ কালে প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্মবিদ্যাঃ ।।৩০।।

এই কৈশরের চপলতা ও সৌন্দর্য্যবোধ যৌবনের আগমনে অনন্যতা লাভ করেছে। কালিদাসের তুলিতে তৈরী হয়েছে এক নিঃখুত সৌন্দর্য প্রতিমা। —

"অসম্ভুতাং মন্ডনমঙ্গযথেষ্টরনাসবাখ্যং করণং মদস্য
কামস্য পুষ্প ব্যতিরিক্ত মন্ত্রং বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে।।৩১।।

অর্থাৎ 'নবযৌবনের শুভাগমনে পার্বতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাযথভাবে নিঃখুত হয়ে উঠল। পীনোন্নত বক্ষঃ, বিপুল জঘন ও কৃশ মধ্যদেশ সব সম্পূর্ণভাবে শোভা পেল। নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় চিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় সৌরভ বিকশিত পদ্মের ন্যায় গিরিদুহিতার কমনীয় কলেবর যৌবনাগমে কমনীয়তম হয়ে উঠল। দেহের কোনস্থানে কোনরূপ ত্রুটি রইল না।' - এই ত্রুটিবিহীন নিখুত সৌন্দর্য আসলে সৌন্দর্য্যের চরমতম রূপ। এই universal বা complete beauty কবির কাছে 'beauty per exilence' বা 'সৌন্দর্যের তিলোত্তমা'। তবে কালিদাসের এই সৌন্দর্য্যপ্রীতি অকালবসন্ত বর্ণনায় অনন্যমধুরতায় মুখরিত। কন্দর্ভের আগমনে সমস্ত দিক পরিব্যাপ্ত হয়ে মলয় বাতাস প্রবাহিত হয়ে চলেছে আর অশোকবনে রক্তিম আভায় প্রিয় অশোকফুল ফুটে উঠেছে। কালিদাসের অমর লেখনীতে সে বাণী অসাধারণ ভাবসৌকর্য্যে স্নাত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

অসূতঃ সদ্য কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীনাং সম্পর্কমাশিঞ্জিত নূপুরেণ।" (২৬)
সদ্য প্রবালোজমচারূপত্রে নীতে সমাপ্তিং নবচ্যুতবাণে।
নিবেশয়ামাস মধর্দ্বিরেফান্ নামাক্ষরানীর মনোভবস্য।।২৭।।

এভাবেই বসন্তকালের একটি অখন্ড নিঃখুত চিত্র অঙ্কণ করেছেন। কেবল আম্রপল্লব বিকশিত কিশলয়ই নয় বন্য পশুরাও এক অদম্য সৌন্দর্য্যে অবগাহন করে প্রেমমদির মিলনে আনন্দ গানে মাতোয়ারা। —

মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুর্তমানঃ
শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষাং মৃগীমকুন্ডায়ত কৃষ্ণসারঃ ।।৩৬।।
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গন্ডষ জলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়মাস রথাঙ্গনামা।"

অর্থাৎ বসন্তের আগমনবার্তা পেয়ে ফুলগুলি মকরন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল এবং ভ্রমর এসে তৎক্ষণাৎ তার মধুপান করতে লাগল। কৃষ্ণসার হরিণ প্রেমের আবেদন নিয়ে শৃঙ্গের অগ্রভাগ দিয়ে হরিণীর পিঠে কুন্ডয়ণ করতে লাগল আর সেই আনন্দে চোখবুজে হরিণী প্রেমের আস্বাদ অনুভব করতে লাগল। কালিদাসের বৈশিষ্ট্য এখানেই যে তিনি সম্পূর্ণ এক জগৎ তথা পরিবেশকে গড়ে তুলেছেন, প্রেমের আবেদন সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সেই কারণে কেবল সচেতন জীব বা প্রাণী নয় উদ্ভিদ ও সামান্য লতাগুল্মের রসাবেদনও গভীর স্নিগ্ধতায় ও সূক্ষতায় সৌন্দর্য্য মন্ডিত হয়ে উঠেছে। এই আবেদন প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্যের রণঝঙ্কারহীন শান্তরসের। ফলতঃ মহাকাব্যে কবি প্রায়ই গীতিকাব্যের সুরে সুর মিলিয়েছেন। কালিদাসের হৃদয়বাসনা ও সৌন্দর্যচেতনা এক অনিন্দসুন্দর স্বতঃস্ফুর্ততা লাভ করেছে।

পার্বতীর সৌন্দর্য্য ও দেহসৌষ্ঠবে আপ্লুত অঙ্গরাগ যে কী আকর্ষনীয় বর্ণনায় বর্ণিত হতে পারে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পার্বতীর দেহবর্ণনা।

"আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম
পর্যাপ্তপুষ্প স্তরকাবনম্রা সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতেব।"।।৫৪।।

অর্থাৎ পীনোন্নত স্তনদ্বয়ের ভারে তিনি যেন সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন এবং প্রভাতকালের অরুণরাগের ন্যায় আলক্ত বল্কল বসন পরিধান করেছিলেন। এইপ্রকার সাজসজ্জায় মন্থরগমনা পার্বতীকে দেখে মনে হল যে স্থূল স্থূল কুসুমস্তবকের ভারযুক্ত নম্রীভূত একটি লতাই যেন ধীরে ধীরে চলে বেড়াচ্ছে।

ঋষি অরবিন্দ বা মহাকবি গ্যেটে কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকেই কালিদাসের সৌন্দর্য্য চেতনার মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন প্রকৃতি ও মানবাত্মার অচ্ছেদ্য আন্তরিকতা। কালিদাসের এই বর্ণনায় প্রকৃতপক্ষে সেই সত্যতা প্রমাণিত হয়ে ওঠে। কামাভাব ও প্রেমের সম্পর্ক তিনি একার্থক না হলেও একসূত্রে গেঁথেছেন। - পদ্মবীজের জপমালা শিবের পাদদেশে রেখা প্রণামরত পার্বতীর দেহসৌন্দর্য বিগলিত জিতেন্দ্রিয় মহাদেবের বর্ণনা এক অনন্যসাধারণ অনুভূতি লাভ করেছে।

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিবৃত্ত ধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভে ইবাম্বুরাশি
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি।।৬৭।।

বিবৃন্বতী শৈলমুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ বাল কদম্ব কল্পৈঃ
সাচীকৃতা চারুতরেণ তন্বৌ মুখেন পর্য্যন্ত বিলোচনেন ।।৬৮।।

এভাবেই তিনি কাম ও প্রেমকে একাত্ম করে গড়ে তুলেছেন। বস্তুতঃ কালিদাস ভাব ও ভাষাকে এমন সৌন্দর্যে মন্ডিত করেছেন তা এক অতিজাগতিক রূপকল্প তৈরী করে। চতুর্থ সর্গের রতির বিলাপ আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বচরাচরে এক গভীর কারুণ্য বিস্তার করেছে। পতির অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর পতিপ্রাণা স্ত্রীর বিলাপোক্তি এক অসহায় আর্ত নারীর পরিচয় দিয়েছে।

অয়ি জীবিতনাথ! জীবসীত্যভিধায়োত্থিতয়া তয়া পুরঃ।
দদৃশে পুরুষাকৃতি ক্ষিতৌ হরকোপানল - ভস্ম কেবলম্।।
অথ সা পুনরেষ বিহ্বলা বসুধালিঙ্গেন ধূসরস্তনী
বিলাপ বিকীর্ণমূধ্বজা সমদুঃখামিব কুর্ব্বতী স্থলীম।।

রতির শোকে মূহ্যমাহ বিশ্বপ্রকৃতি সর্ব্বংসহা হয়েও কেঁদে আকুল হয়েছে। এই আকুলতা করুণরসে স্নাত। মহাকাব্যের বীররস এখানে নেই আছে অন্তহীন করুণরস। লখিন্দরকে হারিয়ে বেহুলার সর্গের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় জীবনানন্দ 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় লিখেছিলেন "বাংলার নদী মাঠ ভাটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।" মনে হয় কালিদাস যেমন রতির বিলাপে পৃথিবীকে শোকস্তব্ধ করে দেখিয়েছেন জীবনানন্দও সেই পথেই একই ধরনের ভাবগত উপমা চয়ণ করেছেন।

ভোগ নয় ত্যাগই ভারতীয় আদর্শের প্রধান বিষয়। ত্যাগের মধ্য দিয়ে কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে যে বস্তু লাভ করা যায় তা চিরকালের সামগ্রী হয়ে থাকে। আর এই কৃচ্ছ্রসাধনার জন্য দরকার আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও কর্মে অটল থাকার অনিঃশেষিত শক্তি। পঞ্চমসর্গে সেই অনিঃশেষিত সাধনা লক্ষ্য করা যায়। কাম নয় বিশুদ্ধ প্রেমই ভারতীয় শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে জাতীয়চেতনা গড়ে তুলেছেন। পঞ্চমসর্গে এসে চপলা উমা পরিণত হলেন মহাযোগী তপস্বীতে। এই পরিবর্তন অবশ্য স্বাভাবিক ভারতীয় রীতি আদর্শকে গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছিলেন — "ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে যদি তাহা আপনার মধ্যে সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে।"[৮] বস্তুতঃ কালিদাস চতুর্থ সর্গে যে চপল আত্মকেন্দ্রিক কৃত্রিম প্রেমকে পরিবেশন করেছিলেন তারই পাশে পঞ্চমসর্গে তপশ্চারিনী উমার কৃচ্ছ্রসাধনকে রেখে contrast বা বৈপরীত্য সৃষ্টি করে দেখালেন যে ভারতীয় আদর্শে ত্যাগের মাধ্যমেই ভোগ করতে হয়, ভোগের মাধ্যমে ত্যাগ নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা শ্রী অরবিন্দ সকলেই এই শাশ্বত প্রেমকেই কালিদাসের কাব্যের বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। একটি মহৎ ভালোবাসার জন্য সবকিছুকেই ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। সেদিক থেকে কালিদাস আদর্শবাদী মহাশিল্পী। কালিদাসের কাব্যসম্বন্ধে যে অশ্লীলতার অভিযোগ আছে তা যথার্থ নয়, তাঁর কাছে শরীর বা পার্থিব বিলাস নয়, ত্যাগ ও আদর্শের মহান ধ্যান। তিনি সেই ধ্যানে মগ্ন থেকেছেন সর্বত্র। যে কমনীয়কান্তি বিশ্বসেরা সুন্দরী পার্বতী ছিল সে ধ্যানের মাধ্যমে আজ জটাধারী, বিশীর্ণ, শৈবালদলে জড়িত পদ্মের চেয়েও কদর্য হয়ে উঠেছে, তবু এই তপস্যা, তিনি চালিয়ে যাবেন। —

বিসৃষ্টরাগাদধরান্নিবর্ত্ততঃ স্তনাঙ্গরাগারুণিতাচ্চ কুন্দুকাৎ
কুশাঙ্কুরাদান-পরিক্ষাতঙ্গুলিঃ কৃতহক্ষ সূত্রপ্রণয়ী তয়া করঃ ।।১১।।
মহার্শৃ-শয্যা পরিবর্ত্তন-চ্যুতৈঃ স্বকেশপুষ্পৈরপি যা স্ম দূয়তে।
অশেত সা বাহুলতোপধায়িনী নিষেদুষী স্থন্ডিলে এব কেবলে।১২।।

রাজশয্যা ত্যাগ করে মাটির পৃথিবীতে নামতে না পারলে প্রকৃত প্রেমের সৃষ্টি হতে পারে না। তাই উমা রাজশয্যা ত্যাগ করে মাটিতেই নেমে এসেছেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কালিদাসের এই প্রেমতত্ত্ব ও আদর্শকে বারবার স্মরণ করেছেন। পশুরাও যে মানব সংসারের একজন সেকথা কালিদাস বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করতেন। তাই এক অসীম মায়ায় তাদের অপত্যস্নেহের অংশীদার করে তুলেছেন।

কালিদাসের 'কুমার সম্ভবে' বৌদ্ধ ভারতীয় ও অহিংসার আদর্শের ছায়া রয়েছে, গৌতমবুদ্ধ এই অহিংসাবাদের প্রচারক ছিলেন। কালিদাস ক্রমপরিণত উমার আচরণের স্নিগ্ধতা এনে পরিবেশের এমন এক সাজুয্য রচনা করলেন যে প্রেম, সত্যানুরাগ ও অহিংসা একত্রে যে আদর্শ রচনা করে তা ভারতীয় আদর্শেরই একটি প্রধান দিক —

বিরোধি সত্ত্বোজঝিত পূর্ব্বমৎসরং দ্রুমৈরভীষ্ট প্রসবার্ব্বিতাতিথি

নবোটজাভ্যন্তর সংভৃতানলং তপোবনং তচ্চ বভুব পাবনম্ ।।১৭।।

অর্থাৎ অহিংসা, অতিথি সৎকার এবং অগ্নি পরিচর্চা প্রভৃতি পবিত্র ব্যাপার সমূহের দ্বারা সেই — "গৌরী শিখর" তপোবনটাই ক্রমে পরম পবিত্র হয়ে উঠল। সেখানে পরস্পর বিরোধী হিংস্র শ্বাপদকুল তাদের জন্মগত বিরোধ পরিহার করে নিল। হিংসা থেকে অহিংসায় উত্তরণ ও মানবসেবাই আধুনিক বিশ্বের প্রধান মতাদর্শ। United Nation Organization এই নীতিকেই সমর্থন করেন। সেদিক থেকে কালিদাসের সাহিত্য আধুনিক মনন ও চিন্তনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। আধুনিক কবি কামিনী রায়কে বলতে শোনা যায় —

"আপনাকে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেউ অবনী পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।।

এই সেবাজ্ঞান ও অতিথি সৎকার ভারতীয় আদর্শেরই এক রূপ। সেকারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তার প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দকে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ কালিদাসের কাব্যের মধ্যে আদর্শের ছায়া রয়েছে তা চিরাচরিত শাশ্বত মূল্যবোধেরই প্রতিফলন। অর্থাৎ সমাজ সংসার ত্যাগ করে কখনোই তিনি কল্পনাবিলাসী হয়ে ওঠেননি মানসভূমিটি তৈরী হয়েছিল কালিদাসের মতোই ভারতীয় আদর্শের ছায়ায়, উপনিষদ ও গীতার আদর্শই তাঁর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সেকারণে 'রাজসিংহ' (১৮৮২ খ্রিঃ) উপন্যাসে জেবেউন্নিসা ও মবারকের প্রেমের চিত্র আঁকতে গিয়ে কালিদাসের মতোই রাজনন্দিনী জেবেউন্নিসাকে রাজতিলক মুছে দিয়ে মাটির পৃথিবীতে এনে প্রমাণ করেছেন ভারতীয় আদর্শকে। ভোগ বা ঐশ্বর্যবিলাস নয় এক গভীরতম আন্তরিকতা ও ত্যাগের তাৎপর্যেই প্রেম প্রকাশের যথার্থতা পায়।

'বৃক্ষরোপন' বা 'দাও ফিরে সে অরণ্য' - জাতীয় ভাবনা আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার করাল গ্রাস থেকে বাঁচার প্রয়াস বা মুক্তি বলে স্বীকৃতি হয়েছে। কিন্তু বৃক্ষপ্রীতি অত্যন্ত প্রাচীন ধারণা। বেদ, উপনিষদ সর্বত্রই বৃক্ষকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার রীতি ছিল। কালিদাসের সেই ভারতীয় আদর্শকে বারবার স্মরণ করেছেন। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা কিংবা কুমারসম্ভবের উমা প্রত্যেকেই গাছ পরিচর্যার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। আধুনিক ধারণায় একে 'পরিবেশ সচেতনতা কার্যক্রম' (Environmental Consciousness Programme) বলে মনে করা যেতে পারে। কালিদাস যে কতখানি পরিবেশ সচেতন কবি ছিলেন তা এখান থেকেই স্পষ্ট করে দেওয়া সম্ভব। তপশ্চারিনী উমা কঠিন তপস্যা করে আত্মসাধনায় নিমগ্ন হলেও সময় করে গাছে জলসেচন করা তার রক্ষণাবেক্ষণ করা সব দিক থেকেই লক্ষ্য রাখতেন। এর মধ্যে এক অপত্যস্নেহ অনুভব করতেন। এই অপত্যস্নেহে বৃক্ষপালন করার মধ্যে অসম্ভব আন্তরিকতাও সর্বোচ্চ আধুনিকতা আছে। —

"অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্ ঘট-স্তন-প্রস্রবনৈর্ব্যবর্দ্ধয়ৎ
গুহাহপি যেষাং প্রথমাপ্ত জন্মনাং ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি।।১৪।।

কেবল বৃক্ষরোপন বা পুত্রজ্ঞানে অপত স্নেহে বনসৃজন করা নয় বন্য জন্তু বা পোষ্যদের প্রতি অসীমস্নেহ পশুপ্রেমিক কালিদাসেরই পরিচয় বহন করে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যে অন্যান্য পশুর বেঁচে থাকা দরকার এবং মানুষই সেই মহান কার্য সম্পাদন করতে পারে একথা অভিযোজনবাদে বারংবার স্বীকার করা হয়েছে। কালিদাসের লেখনীতে সেই অভিযোজনবাদের সার্থক ভূমিকা দেখা যায় —

অরণ্য বীজাঞ্জলি-দান ললিতাস্তথা চ তস্যাৎ হরিণা বিশশ্বসুঃ।
যথা তদীয়ৈর্নয়নৈঃ কুতূলাৎ পুরঃ সখীনামমিমীত লোচনে।।১৫।।

বাস্তবের মধ্যে কল্পনা বিলাস করেছেন বলেই সৃষ্টিরহস্যভেদী প্রতিভা এত অত্যুচ্চ শিখরে পৌঁছুতে পেরেছে। কেবলমাত্র ভারতীয় আদর্শের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা নয়। সমগ্র সমাজ পরিবেশও তিনি বাস্তবসম্মত ভাবে প্রকাশ করেছেন। যদিও Keith সাহেব বলেছেন — he (Kalidasa) shows no interest in the great problems of human life and destiny … Assured as he was that all was governed by a just fate which man makes for himself by his own needs he was in capable of viewing the worth as a tragic scene, of feeling any sympathy for the hard lot of the majority of men, or appreciating the reign of injustice in the world. It was impossible for him to go beyond his narrow range. (P-160) (The Sanskrit Drama) বস্তুতঃ একথা সঠিক নয়। কালিদাস কখনোই 'Narrow Range' বা সংকীর্ণ মনের মানুষ ছিলেন না। সমাজ, পরিবেশ সব কিছুর মধ্যে কালিদাসের সহানুভূতি ও মমতা ছড়িয়ে আছে। কুমার সম্ভব কাব্যটিই তার প্রমাণ। সমাজ পরিবেশ নিয়েও কালিদাস কুমার

সম্ভব কাব্যে যথেষ্ট বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। ষষ্ঠ সর্গেও কালিদাস উমা মহেশ্বরের মিলন সম্বন্ধ অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবেই করেছেন। এই অংশে অনেক সুগভীর তত্ত্বকথা স্থান পেয়েছে। বিবাহ সভায় দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করে ঋষিগনের উপলব্ধি আসলে ব্রহ্মের উপলব্ধি।—

কিং যেন সৃজনি ব্যক্তমুত যেন বিভর্ষি তৎ
অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্তা ভাগ : কতম এষ তে ।।২৩।।

অর্থাৎ "বিশ্বনাথ! এ আপনার কোনরূপ? এই চরাচর বিশ্ব যে রূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ইহা কি তাহাই? এই কি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা? না-যেরূপে বিশ্বপালন করেন, ইহা সেই পালনকর্তা বিষ্ণুর স্বরূপ? অথবা ইহা কি আপনার সেই বিশ্বসংহারকারিণী রুদ্রমূর্তি? কিছু তো বুঝিতে পারিতেছি না। নিজেকে একবার স্বরূপ প্রকটন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।" ঋষি অরবিন্দ ভারতীয় আদর্শের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলেছিলেন — "It is an intutive and spriritual art and must be seen with the intutive and spiritual eye." কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের সৌন্দর্যচেতনার আধুনিকতায় এই বৈশিষ্ট্য সর্বোতভাবে প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে "প্রতিভার তিনটি ধর্ম-কল্পনা, মনন ও প্রকাশ শক্তি। এই তিনের সুষম সমন্বয় একমাত্র মহাকবিতেই সম্ভব।" কালিদাস যথার্থ মহাকবি। তাই তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে এই 'ত্রয়ী'র সার্থক সমীকরণ ঘটেছে।

<u>গ্রন্থপঞ্জি</u>

১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ১৯৪১, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ১৪।
২) Muller Max, The Life and Letter, Long Man, 1902, Page 242
৩) বিদ্যাভূষণ রাজেন্দ্রলাল, কালিদাস রচনা সম্ভার, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৭২
৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, কুমারসম্ভব গান, চৈতালি, বিশ্বভারতী, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
৫) Authur. MacDonell, A History of Sanskrit Literature, Kessinger Publishing, 2004, Page 162
৬) Ghosh Aurobinda, Thae Harmony of Virtue, Kalidas's Seasons, Complete Work of Sree Aurobinda, Aurobinda Ashram, Pondicherry, 2003, Page 205
৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৬
৮) Keith. A. B. The Sanskrit Drama: Its Origin Development Theory and Practice, Motilal Banarasidass, 1998, Page 160